

শাস্ত্রানুসারে বজ্জিঞান কত প্রকার?

শাস্ত্রানুসারে বজ্জিঞান কত প্রকার?

উত্তর:-

শাস্ত্রানুসারে বজ্জিঞান 5 প্রকার , যথা:-

1. জড়ময় বজ্জিঞান
2. প্রাণময় বজ্জিঞান
3. মনোময় বজ্জিঞান
4. আত্মজ্ঞানময় বজ্জিঞান
5. আনন্দময় বজ্জিঞান

1.জড়ময় বজ্জিঞান এর মধ্যে যাবতীয় জড় বস্তুর সম্বন্ধতি বশিষে জ্ঞানকে শাস্ত্রে "জড়ময় বজ্জিঞান" বলছে 1 এর মধ্যে ভট্টাবজ্জিঞান , জীবন বজ্জিঞান , অংকবজ্জিঞান ,মহাকাশ বজ্জিঞান , জ্যোতিষি বজ্জিঞান , গ্রহ-নক্ষত্র বজ্জিঞান ,আয়ুর্বদে বজ্জিঞান ,দহে বজ্জিঞান , গতি বজ্জিঞান, চক্ৰিসা বজ্জিঞান , যন্ত্র বজ্জিঞান , রসায়ন বজ্জিঞান , বাস্তু বজ্জিঞান , খাদ্য বজ্জিঞান , রাজনীতি বজ্জিঞান , অর্থশাস্ত্রবজ্জিঞান , ইত্যাদি আরো বহু প্রকারের জড় বজ্জিঞান আছে -শাস্ত্রে এইগুলোকহে "জড়ময় বজ্জিঞান" বলছে 1

2.প্রাণময় বজ্জিঞান এর মধ্যে "প্রাণ" এর সম্বন্ধতি যাবতীয় সুক্ষাতসুক্ষ বশিষে জ্ঞানকে শাস্ত্রে "প্রাণময় বজ্জিঞান" বলছে 1 এর মধ্যে বশ্ব ব্রহ্মভান্ডে কত প্রকারের(49 প্রকারের) প্রাণ আছে এবং এই 49 প্রকারের প্রাণ কত ভাবে কথায় কথায় কহি ভাবে কাজ করে বশ্ব- ব্রহ্মভান্ডকে উজ্জীবিত করে রেখেছে তার সুক্ষাতসুক্ষ বশিষে জ্ঞানকে শাস্ত্রে "প্রাণময় বজ্জিঞান" বলছে 1

3. মনোময় বজ্জিঞান এর মধ্যে "মন " এর সম্বন্ধতি যাবতীয় সুক্ষাতসুক্ষ বশিষে জ্ঞানকে শাস্ত্রে "মনময় বজ্জিঞান" বলছে 1 বশ্ব ব্রহ্মভান্ডে এবং মনুষ্য শরীরে মোট 7 প্রকারের মনের কার্যকারিতার কথা বিস্তারিত বর্ণনা করা আছে 1 এই 7 প্রকারের মনের অবস্থা ও শক্তির বর্ণনাও করা আছে 1 সাধারণ মনুষ্যের মধ্যে মাত্র 2 প্রকারের মনের অবস্থা ও শক্তির প্রকাশ হয় , বাকি 5 প্রকার মনের অবস্থা ও শক্তির প্রকাশই হয় না - তাতে সেই মনুষ্য বোকা মূর্খ বা বজ্জিঞানীই হোক না কেন , তবে বোকা অনুন্নত মনুষ্য এর 2 প্রকারের মনের অতি প্রাথমিক অবস্থায় বা ধাপে থাকে এর একজন বুদ্ধিমান বা বজ্জিঞানীর ওই 2 প্রকারের মনের অতি উন্নত অবস্থায় বা ধাপে থাকে-- এই টুকুই তফাৎ 1 তাই মনুষ্য বোকা মূর্খ বা বজ্জিঞানীই হোক না কেন মাত্র 2 প্রকারের মনের অবস্থা ও শক্তিরই প্রকাশ হয় 1 বাকি আরো 5 প্রকার মনের অবস্থা ও শক্তির প্রকাশ যে কোনো মনুষ্য এর প্রাপ্ত করবার উপায় শাস্ত্রে বিস্তারিত দেওয়া আছে 1

4. আত্মজ্ঞানময় বজ্জিঞান এর মধ্যে "আত্মজ্ঞান " এর সম্বন্ধতি যাবতীয় সুক্ষাতসুক্ষ বশিষে জ্ঞানকে শাস্ত্রে "আত্মজ্ঞানময় বজ্জিঞান "বলছে 1 এই বশিষে জ্ঞান এর দ্বারা যে কোনো মনুষ্য এর অতিদুর্লভ আত্মজ্ঞান লাভ হয় 1

5. আনন্দময় বজ্জিঞান এর মধ্যে "পরমজ্ঞান " এর সম্বন্ধতি যাবতীয়

সূক্ষ্মতাসূক্ষ্ম বিশেষ জ্ঞানকে শাস্ত্রের "আনন্দময় বজ্রিঞান" বলেছে । এই বিশেষ জ্ঞান এর দ্বারা যে কোনও মনুষ্য এর অতি দুর্লভ সৃষ্টির সর্বোচ্চ জ্ঞান , ত্রিকাল জ্ঞান , সর্বজ্ঞতালাভ ও পরম মুক্তিপ্রাপ্ত হয় , তাই ইহাই বজ্রিঞানের সর্ব শেষ ও সর্বোচ্চ বজ্রিঞান বলে শাস্ত্রের বর্ণনা আছে ।

তাই শাস্ত্রের বর্ণনা এই ৫ টি বজ্রিঞান এর কথা এখানে অতি প্রাথমিক ভাবে বলা হলো ।

শাস্ত্রানুসারে বজ্রিঞান এর সমস্ত বিভাগ এর উপরে কোন জ্ঞান বিদ্যমান আছে ?
উত্তর:- শাস্ত্রানুসারে বজ্রিঞান এর সমস্ত বিভাগ এর উপরে আছে "অদ্বৈত ও রস:
বৈষ্ণব" জ্ঞান - বদোন্নে ইহাই সর্বোচ্চ জ্ঞান এর কথা আছে , ইহাকেই বৈষ্ণব
সাধনায় মধুররস সাধনার শৃঙ্গার সাধন বলে খ্যাত আছে ।

শাস্ত্রানুসারে জড় বজ্রিঞান এর অস্তিত্ব
কত দূর পর্যন্ত ? উত্তর - শাস্ত্রানুসারে জড় বজ্রিঞান এর অস্তিত্ব প্রাণ এর
আগের পর্যন্ত , কারণ প্রাণ একটি পরমাণুর প্রথম সূক্ষ্মতম কণা ইলেকট্রন
কোনার থেকেও 36 গুণ সূক্ষ্মতম কণা (তবে বলা বাহুল্য যে জীবাত্মার মূলমহাপ্রাণ
4000+ গুণ এর অনেক বেশি সূক্ষ্ম) । যদিও বর্তমানের সবচেয়ে এখনো পর্যন্ত
উন্নত জড় বজ্রিঞান পরমাণুর প্রথম সূক্ষ্মতম কণার শেষ ইলেকট্রন কণার থেকেও 8
গুণ সূক্ষ্মতম কণার আবিস্কার মাত্র করতে পেরেছে , তবুও শাস্ত্রের বলেছে জড়
বজ্রিঞান চেষ্টা করলে পরমাণুর প্রথম সূক্ষ্মতম কণা ইলেকট্রন কণার থেকেও 36
গুণ সূক্ষ্মতম কণা, প্রাণের ঠিক আগের স্তর পর্যন্ত যেতে পারবে কারণ তারপরই
প্রাণময় বজ্রিঞান এর পথ শুরু হয়ে যায় । তাই বলা যায় যে শাস্ত্রানুসারে জড়
বজ্রিঞান এর অস্তিত্ব পরমাণুর প্রথম সূক্ষ্মতম কণা ইলেকট্রন কণার থেকেও 35
গুণ সূক্ষ্মতম কণা পর্যন্ত ।

পরম জ্ঞান এর রাস্তায় শাস্ত্রানুসারে যে বজ্রিঞান- তার ভূমিকা কি ? উত্তর:-
পরম জ্ঞান এর রাস্তায় শাস্ত্রানুসারে যে বজ্রিঞান- এর ভূমিকা অপরিসীম কেননা
সব তো বজ্রিঞান । তাই শাস্ত্রানুসারে :- 1. জড়ময় বজ্রিঞান 2. প্রাণময় বজ্রিঞান
3. মনোময় বজ্রিঞান 4. আত্মজ্ঞানময় বজ্রিঞান 5. আনন্দময় বজ্রিঞান এই 5
প্রকারের বজ্রিঞান এর স্তর ছাড়া পরম জ্ঞান লাভ হইতই পারেনা কিন্ত এটাও
ঠিক যে শুধু জড় বজ্রিঞান কই জানলেই পরম জ্ঞান এর পথ হয় না , উপরোক্ত
বজ্রিঞান এর সব স্তর পার করলে তবেই পরম জ্ঞান এর পথ উন্মুক্ত হয় । তাই
বজ্রিঞান ছাড়া আমরা এক পা ও চলতে পারবো না এই মহা মুক্তির পথে । তাই জানতে
হবে যে শাস্ত্রানুসারে বজ্রিঞানের পথ ই প্রকৃত ধর্মের পথ , যিনি বজ্রিঞান ও
ধর্মকে আলাদা আলাদা ভাবেন তিনি না বজ্রিঞান এর পথে চলতে পারবেন -না ধর্মের
পথে চলতে পারবেন -কারণ শাস্ত্রের এই ৫ বজ্রিঞান এর পথের মধ্যে দিয়েই পরম
জ্ঞান ও পরম মুক্তির পথ উন্মুক্ত হয় । পরম জ্ঞান এর রাস্তায় শাস্ত্রানুসারে
যে বজ্রিঞান- এর ভূমিকা অপরিসীম ।